ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ: বাংলাদেশ

অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান
অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের

ঢাকা, ১৪ মে ২০১৪

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রেক্ষাপট

- জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতা ও সামর্থের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত।

- বাংলাদেশের জাতীয় সততা ব্যবস্থা সার্বিকভাবে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহের সমন্বয়ে গঠিত: সংসদ, নির্বাহী বিভাগ, বিচারবিভাগ, জনপ্রশাসন, স্থানীয় সরকার, পুলিশ (আইন প্রয়োগকারী সংস্থা), মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং ব্যবসা খাত।

- জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজস্ব সক্ষমতা, সুশাসন এবং ভূমিকার আলোকে এই প্রতিবেদনে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আইন ও অনুশীলনের মধ্যেকার দুরত্বকে তুলে ধরার লক্ষে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আইনী কাঠামো এবং প্রকৃত প্রাতিষ্ঠানিক চর্চাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা, এবং এটি প্রণয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট আইন ও গবেষণা পর্যালোচনা, গণমাধ্যম ও অন্যান্য প্রতিবেদন এবং মূখ্য তথ্যদাতার সাথে আলোচনা, সমমনা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সমীক্ষা (Peer Review), মানহানির সম্ভাব্যতা যাচাই (Libel Check) এবং উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক যাচাইকরণ করা হয়েছে।

- গবেষণার সময়কাল: আগস্ট ২০১২ - সেপ্টেম্বর ২০১৩।

সংসদ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সবলতার ক্ষেত্র

- সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো সক্রিয়। বিরোধী দল থেকে কমিটিতে সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি এবং তারা বৈঠকগুলোতে অংশগ্রহণ করেছেন।
- সময় ব্যবস্থাপনা এবং নোটিশ সংগ্রহে স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। বেতার ও টেলিভিশনে সংসদীয় কার্যক্রমের সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।
- গুরুত্বপূর্ণ কিছু আইন প্রণীত হয়েছে (যেমন: তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা প্রদান আইন ২০১১, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯, সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯, প্রতিযোগিতা আইন ২০১২)।

দুর্বলতার ক্ষেত্র

- আর্থিক সম্পদের অপর্যাপ্ততা, মানসম্পন্ন কর্মীর অভাব রয়েছে।
- সুশাসনের প্রসারে নামমাত্র অবদান দেখা যায়, নির্বাহী বিভাগের ওপর তদারকির ঘাটতি রয়েছে।
- নির্বাহী বিভাগের বিস্তৃত নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতাসীন দলের আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। বিরোধীদল কর্তৃক সংসদ বর্জন অব্যাহত।
- দলীয় বিবেচনাপ্রসূত সংসদীয় বিতর্ক/আলোচনা। গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুকে কম অগ্রাধিকার প্রদান।
- গঠনমূলক সমালোচনায় এবং সরকারি নীতির তদারকিতে সংসদ সদস্যদের অনাগ্রহ।
- সংসদ সদস্য, কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠী এবং ব্যবসা এই ত্রিচক্রের হাতে নীতি- কাঠামো নিয়ন্ত্রিত। স্থায়ী কমিটির সদস্যদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব (Conflict of Interest) বিরাজমান।

নির্বাহী বিভাগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সবলতার ক্ষেত্র

- নির্বাহী বিভাগের জন্য বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি।
- স্বাধীনভাবে কাজ করতে আইনগতভাবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পিত।
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকির সুযোগ রয়েছে।

দুর্বলতার ক্ষেত্র

- নির্বাহী বিভাগের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ফলে অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
- আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার অসম পৃথকীকরণ এবং নির্বাহী বিভাগের আধিপত্য বিরাজমান।
- নির্বাহী বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দলীয় পক্ষপাত পরিলক্ষিত হয়।
- নির্বাহী বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণে আইনী বাধ্যবাধকতার অনুপস্থিতি।
- বার্ষিক আয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশে আইনী বাধ্যবাধকতার অনুপস্থিতি।

বিচার ব্যবস্থা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সবলতার ক্ষেত্র

- অবকাঠামো এবং সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটেছে (বিভিন্ন জেলায় নতুন আদালত ভবন নির্মাণ, নিম্ন আদালতের বিচারক নিয়োগে পৃথক বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন, মামলার জট কমাতে বিচারক নিয়োগ, জনগণকে তথ্য প্রদানের জন্য আপীল বিভাগে তথ্য ইউনিটের গঠন, মামলা ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণে এবং উচ্চ আদালতে মামলার নথি সংরক্ষণে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণে ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি।
- জনস্বার্থে বিচারিক বিভাগের হস্তক্ষেপ, যেমন; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা, রীট ইত্যাদি।

দুর্বলতার ক্ষেত্র

- আর্থিক স্বাধীনতার অভাব (নির্বাহী বিভাগের ওপর নির্ভরশীলতা রয়েছে)।
- নিম্ন বেতন কাঠামো, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং লজিস্টিক্যাল সুযোগ সুবিধার ঘাটতি।
- নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণে অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ অব্যাহত।
- বিচারকদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে দলীয়করণের ফলে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হওয়া।
- আদালত অবমাননার আইনের ক্ষেত্র বিশেষে অপব্যবহারের কারণে বিচারিক জবাবদিহিতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।
- উচ্চ আদালতের বিচারকদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশের অনুপস্থিতি।

জনপ্রশাসন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সবলতার ক্ষেত্র

- বাজেট বরাদ্দে জনসেবাকে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান।
- সরকারি খাত এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে ক্রমান্বয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি।
- দক্ষতার নিরীক্ষা (Performance Audit) ব্যবস্থার পাইলটিং সম্পন্ন।
- মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর প্রবর্তন।

দুর্বলতার ক্ষেত্র

- আধুনিক জনপ্রশাসনের মূল্যবোধ এবং উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার গতিশীলতা সম্পর্কে ধারণার অভাব।
- ব্যাপক জনবল সত্ত্বেও জনসেবা প্রদানে অকার্যকরতা।
- নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব; ব্যাপক সংখ্যায় ওএসডি।
- অভিজাত মনোভাবাপন্ন, ক্ষমতাবান, পরিবর্তনে অনাগ্রহী।
- কাঠামোগত দুর্বলতা, শ্রেণিক্রম-নির্ভর নিয়ন্ত্রণে (Hierarchical Control) অক্ষম ও প্রণোদনার ঘাটতি।
- ব্যক্তিগত/বস্তুবাচক সুবিধার জন্য দলীয়করণের আশ্রয় ও দুর্নীতির বিস্তার।
- গোপনীয়তার আবদ্ধে নীতিকাঠামো, ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি।

আইন শৃঙ্খলা: পুলিশ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সবলতার ক্ষেত্র

- আধুনিক অস্ত্র, যন্ত্র এবং যানবাহনের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
- পুলিশের জনবল বৃদ্ধি এবং তদন্ত ও ঝুঁকি ভাতা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- পুলিশের সংস্কারমূলক উদ্যোগসমূহ চলমান (মডেল থানা, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, কমিউনিটি পুলিশ, নারী পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি)।

দুর্বলতার ক্ষেত্র

- নিম্ন বেতন, কাজের অত্যাধিক চাপ এবং অপর্যাপ্ত লজিস্টিক্যাল সাপোর্ট।
- রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষের উপর নির্ভরশীল নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি।
- ক্ষমতাসীন দলের কাছে জিম্মি থাকা এবং অবাধ্য হলে চাকরিচ্যুত হবার ঝুঁকি।
- আমলাতন্ত্র, ব্যবসায়ী এবং অপরাধীচক্রের সাথে প্রশ্নবিদ্ধ সম্পর্কের অভিযোগ।
- পুলিশ প্রশাসনে দুর্নীতি, অদক্ষতা এবং পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ।
- পুলিশের কার্যক্রম জনগণের নজরদারীর বাইরে। পুলিশের ভুল কাজ/অসদাচারন সম্পর্কে অভিযোগ করতে জনগণ ভীত।
- রাজনৈতিক বিবেচনায়/ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপপ্রয়োগের ক্ষেত্রে শাস্তির অনুপস্থিতিতে বিচারহীনতার সংস্কৃতির প্রসার।

নির্বাচন কমিশন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সবলতার ক্ষেত্র

- নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।
- শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থা (কেন্দ্রীয় উপাত্ত ভান্ডার, উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত অবকাঠামো)।
- নির্বাচন পরিচালনায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (দক্ষ ও বিশেষায়িত মানব সম্পদ)।
- উল্লেখযোগ্য আর্থিক স্বাধীনতা।
- ভূমিকা এবং দায়িত্বের পরিধি বৃদ্ধি (ভোটার তালিকা তৈরি, সীমানা নির্ধারন, নির্বাচন পরিচালনা, প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলোকে পর্যবেক্ষণ)।

দুর্বলতার ক্ষেত্র

- প্রধান নির্বাচন কমিশনার/নির্বাচন কমিশনারদের স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।
- আইনি সীমাবদ্ধতার দ্বারা স্বাধীনতা খর্ব হওয়া:
  - স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনায় সরকারের উপর নির্ভরশীলতা
  - অযোগ্য হলেও সংসদ সদস্যের পদ বাতিলে কর্তৃত্বহীনতা, নির্বাচনী ব্যয়ের প্রতিবেদন, নিরীক্ষা, রাজনৈতিক দলের আর্থিক বিবরণী প্রকাশ, নির্বাচনী আচরন বিধি লংঘনের দায়ে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে না পারা
- নির্বাচনী অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিকারের ব্যবস্থা খুবই ধীরগতি সম্পন্ন এবং অকার্যকর।
- নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাসীন দলের এবং স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও প্রভাব মোকাবেলায় দৃঢ়তা প্রদর্শনে ব্যর্থতা থেকে এটি প্রতীয়মান যে নির্বাচন কমিশন তার ম্যান্ডেট অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে দুর্বল।
- কমিশনারদের সম্পদের বিবরণ দাখিল, আর্থিক পরিতোষ (Financial Gratification), রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, উপহার গ্রহণ এবং আতিথেয়তার ব্যাপারে আইনে কোন কিছু সুনির্দিষ্ট না থাকা।

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সবলতার ক্ষেত্র

- কর্মপরিকল্পনায় উদ্ভাবন, দক্ষতার উন্নয়ন, প্রতিবেদনের গুণগত উৎকর্ষ।
- রাজনৈতিক বা অন্যান্য বহিঃস্থ প্রভাব থেকে তুলনামূলকভাবে মুক্ত।
- মহাহিসাব নিরীক্ষকের কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সাধারণভাবে স্বচ্ছ।

দুর্বলতার ক্ষেত্র

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে প্রায়োগিক বিবেচনায় মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের জনবল এবং আর্থিক স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে।
- অপর্যাপ্ত কারিগরী এবং মানব সম্পদের সক্ষমতা যা কর্মদক্ষতার নিরীক্ষণের জন্য যথার্থ নয়।
- সংসদ এবং সরকার কর্তৃক অডিট রিপোর্টের আপত্তির জবাব যথাসময়ে না হওয়ায় দুর্নীতির প্রশ্রয় ও সুযোগের সৃষ্টি হয়।
- অডিট প্রতিবেদনের বিলম্ব-জট।

স্থানীয় সরকার

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সবলতার ক্ষেত্র

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তিশালী সাংবিধানিক কাঠামো রয়েছে।
- স্থানীয়ভাবে দৃশ্যমান বিশেষত: দুর্যোগের সময়ে জনগণের কাছাকাছি।
- স্থানীয় সরকার খাতে বণ্টিত সম্পদের পরিমান কিছুটা বৃদ্ধি।

দুর্বলতার ক্ষেত্র

- এমপিদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো ধারাবাহিকভাবে দুর্বল।
- নিয়ন্ত্রণমূলক আইনী কাঠামো।
- কেন্দ্রিয় সরকারের কর্তৃত্ববাদী তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বায়ত্তশাসন সীমিত।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি, বিশেষ করে বাজেট বরাদ্দ, প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কে জনগণের ধারণা সীমিত।
- পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা দুর্বল, অপর্যাপ্ত এবং অকার্যকর।
- দুর্নীতি, স্বচ্ছতার অভাব এবং দলীয়করণের কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের ভাবমূর্তির সংকট।

দুর্নীতি দমন কমিশন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সবলতার ক্ষেত্র

- ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে দুদকের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ।
- শুন্য পদের বিপরীতে সহকারী পরিচালক ও উপপরিচালক পদে জনবল নিয়োগের মাধ্যমে জনসম্পদ বৃদ্ধি।

দুর্বলতার ক্ষেত্র

- রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা করা ও প্রত্যাহার।
- দুর্নীতির মামলা পরিচালনায় অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা।
- ‘দন্তহীন বাঘ’ হিসেবে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে দুদকের যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ।
- দুদকের স্বাধীনতা খর্ব করতে আইন সংশোধনের উদ্যোগ, যদিও পরে হাইকোর্টের রায়ে তা রহিত।
- তথ্য সংগ্রহে বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সহযোগিতা আদায়ে অনেকাংশে ব্যর্থ।
- দুর্নীতির মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতা।
- কমিশনারদের সম্পদের বিবরণ দাখিল, আর্থিক পরিতোষ (Financial Gratification), রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, উপহার গ্রহণ এবং আতিথেয়তার ব্যাপারে আইনে কোন কিছু সুনির্দিষ্ট না থাকা।

মানবাধিকার কমিশন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সবলতার ক্ষেত্র

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বাংলাদেশে মানবাধিকার লংঘন, মানবাধিকার সংক্রান্ত শিক্ষা এবং আইন ও নীতি বিষয়ক অ্যাডভোকেসি কাজে বহুমুখী ভূমিকা পালন।
- নৈতিক ও জবাবদিহিমূলক মানের ব্যাপারে একটি ম্যানুয়াল প্রবর্তন।
- প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সম্পৃক্ততা।

দুর্বলতার ক্ষেত্র

- অর্থায়নের জন্য সরকার বা দাতা সংস্থার ওপর নির্ভরশীলতা।
- লোকবল, কারিগরী জ্ঞান, অবকাঠামোগত লজিস্টিক্যাল সহযোগিতার অভাবে অনুসন্ধান ব্যবস্থা দুর্বল।
- কমিশনারদের নিয়োগের শর্তাবলী সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় স্বজনপ্রীতির সুযোগ রয়েছে।
- কমিশনারদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে আইনী কাঠামোর অপর্যাপ্ততা।
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অসহযোগিতা এবং নিয়মশৃঙ্খলা বাহিনী (Disciplined Forces) তথা আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর আইনভঙ্গের তদন্ত পরিচালনায় আইনী প্রতিবন্ধকতা।
- প্রায়োগিক ক্ষমতাহীন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মূলত সুপারিশকারী সংস্থা।
- কমিশনারদের সম্পদের বিবরণ দাখিল, আর্থিক পরিতোষ (Financial Gratification), রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, উপহার গ্রহণ এবং আতিথেয়তার ব্যাপারে আইনে কোন কিছু সুনির্দিষ্ট না থাকা।

তথ্য কমিশন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সবলতার ক্ষেত্র

- প্রচার, উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা।
- তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে আবেদন গ্রহণের সংখ্যা বৃদ্ধি/আপীল গ্রহণ ও যথাযথ পদক্ষেপ।
- পর্যাপ্ত ও সহজ প্রাপ্য আর্থিক সম্পদ ।

দুর্বলতার ক্ষেত্র

- জনবল নিয়োগে সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে স্বাধীনতা খর্ব।
- নেতৃত্ব পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার ঘাটতি।
- বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষ জনবলের ঘাটতি।
- সম্পদের ও জনবলের অপর্যাপ্ত ব্যবহার।
- কমিশনারদের সম্পদের বিবরণ দাখিল, আর্থিক পরিতোষ (Financial Gratification), দলীয় রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, উপহার গ্রহণ এবং আতিথেয়তার ব্যাপারে আইনে কোন কিছু সুনির্দিষ্ট না থাকা।
- সরকারকে বিব্রত করতে পারে এমন বিষয়ে স্বত:প্রণোদিত হয়ে তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি।

রাজনৈতিক দল

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সবলতার ক্ষেত্র

- রাজনৈতিক দল গঠন তুলনামূলকভাবে সহজ।
- নিবন্ধিত দলগুলো কর্তৃক আইন অনুযায়ী হিসাব বিবরনী দাখিল।

দুর্বলতার ক্ষেত্র

- দ্বান্দ্বিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি।
- জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী দল কর্তৃক সরকারকে নিজদলের প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা।
- তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার ঘাটতি।
- অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব, কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া, দলীয় কাঠামোর ব্যক্তিগতকরণ।
- রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং বাণিজ্যিকীকরণ।

নাগরিক সমাজ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সবলতার ক্ষেত্র

- আইন, নীতি সুশাসনের পক্ষে সংস্কারের জন্য সক্রিয় অনুঘটক।
- স্বচ্ছতার দাবি উত্থাপন এবং রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকার, প্রক্রিয়া ও কার্যক্রমের সমালোচনা।
- নাগরিক সমাজের কর্মকান্ডে অতি দরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য।
- বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন ও গণমাধ্যমের সাথে বিষয় ভিত্তিক কৌশলী সহযোগিতা।

দুর্বলতার ক্ষেত্র

- আর্থিকভাবে টেকসই হওয়ার অনুপস্থিতি এবং বিদেশী অনুদানের উপর নির্ভরশীলতা।
- কর্মী ঝরে যাওয়ার প্রবণতা (প্রকল্প নির্ভর, অপর্যাপ্ত বেতন কাঠামো, পেশাগত উন্নয়নের সীমিত সুযোগ)।
- স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে-
  - নিয়ন্ত্রনমুখী/আইনী ও পদ্ধতিগত প্রতিবন্ধকতা
  - সম্পদের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ, অসহিষ্ণুতা এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের হয়রানি
- অর্থের উৎস ও অভ্যন্তরীন সুশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চর্চার ঘাটতি।
- আয়কর বিবরণী, নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম।
- দুর্বল বোর্ড এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠাতা/ নির্বাহীর কারণে জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে আপোষ।
- অপর্যাপ্ত স্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা।

গণমাধ্যম

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সবলতার ক্ষেত্র

- গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক প্রসার- আধুনিকায়ন, প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন।
- স্বপ্রণোদিতভাবে দুর্নীতির খবর প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি।

দুর্বলতার ক্ষেত্র

- কম বেতন এবং সততা ও নীতি সংশ্লিষ্ট প্রণোদনা ও প্রশিক্ষণের।
- গণমাধ্যম কর্মীদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, বিশ্লেষনী এবং কারিগরী দক্ষতার।
- সরকার কর্তৃক রাষ্টীয় গনমাধ্যমের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য।
- গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে:
  - মানহানী আইন এর নির্বিচার ব্যবহার, লাইসেন্স বাতিল/বন্ধ
  - সরকারী বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভরশীলতা
  - দলীয় পক্ষপাতদুষ্ট কর্পোরেট/স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক গণমাধ্যমের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ
  - অভ্যন্তরীন সুশাসন ব্যবস্থা দুর্বল
- প্রতিবেদন, অর্থায়ন এবং পরিচালনায় স্বচ্ছতার অভাব।
- প্রেস কাউন্সিল বহুলাংশে অকার্যকর। বিশ্বাসযোগ্যতা ও আর্থিক সম্পদের অভাব, আইনি পরিসীমা সীমিত এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে জিম্মি।

ব্যবসা খাত

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সবলতার ক্ষেত্র

- জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।
- অর্থনীতির প্রায় সকল ক্ষেত্র যেমন শিক্ষা, উৎপাদন থেকে শুরু করে সরকারি অবকাঠামো উন্নয়নসহ সবকিছুর সাথে জড়িত।
- নিবন্ধনকৃত বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানেরই তথ্য অনলাইনে সহজলভ্য।

দুর্বলতার ক্ষেত্র

- সরকারী কর্মকর্তাদের অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আইনী সুরক্ষার অভাব।
- ব্যবসা খাতে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার। দুর্নীতি প্রতিরোধে অকার্যকর ব্যবস্থা।
- সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং রাজনীতিবিদদের সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশ্নবিদ্ধ সম্পর্ক।
- সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে “অনানুষ্ঠানিকতা” একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া।

সার্বিক মূল্যায়ন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- শক্তিশালী আইনী কাঠামোর উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রয়োগ ব্যবস্থা দুর্বল যা আইন অমান্যের সংস্কৃতির নির্দেশক।
- কিছু ক্ষেত্রে সম্পদের অপ্রতুলতা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কারিগরী ও পেশাগত দক্ষতার অভাব।
- প্রণোদনার অভাব (নিম্ন বেতন, চাকুরীতে উন্নতি করার সীমিত সুযোগ)।
- দলীয়করণ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি।
- দুর্বল জবাবদিহি কাঠামোর কারণে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ও প্রক্রিয়া ঝুঁকিপূর্ণ।
- দুর্নীতির অপরাধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতকরণে ঘাটতি ও দুর্নীতির অস্বীকৃতির চর্চার কারণে বিচারহীনতার সংস্কৃতির বিকাশ।
- অধিকার ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সম্পর্কে জনগণের মাঝে সীমিত সচেতনতা।
- তথ্যের অভিগম্যতায় অপর্যাপ্ততা।

উল্লেখিত পর্যবেক্ষণসমূহ সকল স্তম্ভের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে

সুপারিশমালা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সংসদ

- সংসদকে কার্যকর করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, বিশেষত জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থার উপর সুস্থ বিতর্ক নিশ্চিত করতে হবে, সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি আইন করে বন্ধ করতে হবে।
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর সুপারিশ বাস্তবায়নে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিগুলো, বিশেষত সরকারী হিসাব সম্পর্কিত কমিটির সভাপতি পদে বিরোধী দলের সদস্যকে নির্বাচিত করতে হবে। কমিটিগুলো গঠনের সময় সদস্যদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়াতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- সংসদ সচিবালয়ের পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বজায় রাখার স্বার্থে সংসদের স্পিকারকে সর্বদলীয় আলোচনা এবং ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত করতে হবে। বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ করতে হবে। স্পিকার নির্বাচিত হবার পর দলীয় অবস্থান থেকে পদত্যাগ করতে হবে।
- সংসদ সদস্যদের খসড়া আচরণবিধি বিল কে আইনে রূপান্তর করতে হবে।
- সংসদ সদস্যদের আয়-ব্যয়, সম্পত্তি, ঋণ ,আয়কর, মামলা এবং উন্নয়ন বাজেটের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে সেই তথ্য হালনাগাদ করতে হবে।

সুপারিশমালা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নির্বাহী বিভাগ

- নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিতকল্পে কার্যবিধির (Rules of Business) সংস্কার করতে হবে।
- নির্বাহী বিভাগ এবং জনপ্রশাসনের উপর তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত এবং শক্তিশালীকরণে কমিটি ব্যবস্থাকে ক্ষমতায়িত করাসহ সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি সংস্কার অথবা প্রণয়ন করতে হবে।

সুপারিশমালা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বিচার ব্যবস্থা

- সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের অংশ হিসেবে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ আর্থিক এবং প্রশাসনিক স্বাধীনতা দিতে হবে।
- পদমর্যাদা, অভিজ্ঞতা, সক্ষমতা এবং যোগ্যতার সাথে সঙ্গতি রেখে বেতন কাঠামো, সুবিধাদির বিষয়গুলোর পর্যালোচনা করে নির্ধারণ করতে হবে।
- প্রধান বিচারপতির সম্মতিক্রমে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সংস্থার (সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বা বিচারকদের ফোরাম- Judges Collegiums) মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ দিতে হবে।
- আয় ও সম্পদের বাধ্যতামূলক বার্ষিক প্রকাশ এবং হালনাগাদকরণসহ সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদেরকে আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
- আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা দ্রুততার সাথে গ্রহণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত সকল তথ্য জনগণকে জানাতে হবে।

সুপারিশমালা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জনপ্রশাসন

- ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার সমন্বয় ঘটিয়ে প্রশাসনের নিয়োগ, পদোন্নতি, পেশাগত উন্নয়ন, সততা ও জবাবদিহিতার ব্যাপারে স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতার বিধান রেখে সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- জন প্রশাসনের সকল পর্যায়ের কর্মীদের জন্য দক্ষতা-ভিত্তিক চাকুরির পরিকল্পনা ব্যবস্থা (Career Planning) অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে।
- সরকারী কর্মকর্তাদেরকে সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ ও বাৎসরিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে।
- সরকারী খাতের কর্মদক্ষতাকে প্রভাবিত করে এমন কাঠামোগত, ব্যবস্থাপনা এবং আচরণগত বিষয়গুলোর পরীক্ষা এবং সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার "সুশাসন পর্যালোচনা এবং সংস্কার কমিশন (Governance Review and Reform Commission)" গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

সুপারিশমালা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আইন-শৃংখলা বাহিনী (পুলিশ)

- পুলিশের পরিচালনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, নিরপেক্ষতা, পেশাগত দক্ষতা, সততা এবং কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় - এই জাতীয় ধারা সংযুক্ত করে পুলিশের জন্য সকল আইনী কাঠামোর সংস্কার করতে হবে।
- রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব থেকে পুলিশকে মুক্ত করতে হবে।
- পুলিশ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মধ্যে কেউ দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অন্যান্য অপরাধে অপরাধী প্রমাণিত হলে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
- বেতনভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি, প্রশিক্ষণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি সহায়তা, ফরেনসিক সুবিধার জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে পুলিশের প্রণোদনা এবং সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

সুপারিশমালা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নির্বাচন কমিশন

- নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগে যোগ্যতার শর্তাবলী সম্বলিত আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- কমিশনার এবং কর্মীদের আয়, সম্পদ এবং দায় সংক্রান্ত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ জনগণের জন্য প্রকাশ ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে।
- নির্বাচনী আইন, বিধি এবং প্রবিধির প্রতিপালন পরিবীক্ষণ ও ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণের একটি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।
- সুষ্ঠুভাবে এবং দ্রুততার সাথে নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তির বিধান প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিস্পত্তি নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত সংখ্যক উচ্চ আদালতের বেঞ্চ গঠন করতে হবে।
- নির্বাচনী আইন এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নীতির সংস্কার কালে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

সুপারিশমালা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

- অনতিবিলম্বে সকল সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনা করে খসড়া অডিট আইনটি সংসদে পাশ করতে হবে।
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় যেন তার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় সে জন্য দক্ষ জনবল, আর্থিক বরাদ্দ এবং লজিষ্টিক সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।
- অডিট পর্যবেক্ষণের বাস্তবায়ন নিশ্চিত কল্পে এবং ফলো-আপ করার জন্য এই কার্যালয়কে আইনী সুবিধা দিতে হবে।
- বিদ্যমান বিধির কঠোর প্রয়োগ এবং প্রয়োজনমত হালনাগাদ করতে হবে।

সুপারিশমালা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

স্থানীয় সরকার

- স্থানীয় সরকারের কার্যকর ক্ষমতায়নে অনিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক অপব্যবহার দূরীকরণে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন ধাপে সম্পদের বস্তুনিষ্ঠ বিতরন ও বরাদ্দের জন্য সরকারকে অবশ্যই আন্তঃসরকার আর্থিক স্থানান্তর (Intergovernmental Fiscal Transfer) নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে।
- জনগণের অর্থের বস্তুনিষ্ঠ বিতরণ এবং বরাদ্দ নিশ্চিতকল্পে এবং প্রস্তাবিত আন্তঃসরকার অর্থ স্থানান্তর নীতির পরিবীক্ষণে একটি স্থায়ী স্থানীয় সরকার অর্থ কমিশন গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ যেন তার সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতি সংবেদনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় বিধি এবং প্রক্রিয়া প্রবর্তন করতে পারে।
- প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ সংগ্রহের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা বাড়াতে হবে।
- সংসদ সদস্য কর্তৃক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের অপনিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধে আইনী সংস্কারসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সুপারিশমালা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতি দমন কমিশন

- আইন অনুযায়ী কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- কমিশনার এবং কর্মীদের আয়, সম্পদ এবং দায় সংক্রান্ত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ জনগণের জন্য প্রকাশ ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে।
- জনবলের সংখ্যাকে যৌক্তিক করার স্বার্থে দুদকের সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃপরীক্ষা করতে হবে। দুদকের তদন্ত ও মামলা পরিচালনার সক্ষমতা বাড়াতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানকে প্রকৃতভাবে স্বাধীন এবং তার কার্যকরতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত কল্পে প্রয়োজনীয় ধারা অন্তর্ভুক্ত করে দুদক আইনের সংস্কার করতে হবে।
- দুদকের কাজে পরামর্শ প্রদান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য খ্যাতিসম্পন্ন, সৎ, বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য বিশেষজ্ঞ নাগরিকের সমন্বয়ে দুদক একটি 'নাগরিক পরামর্শক কমিটি' গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

সুপারিশমালা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

- রাজনৈতিক এবং অন্যান্য বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কমিশনকে অবশ্যই মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে স্বাধীন পর্যবেক্ষণ এবং সক্রিয় শক্তি হিসেবে কাজ করতে হবে।
- কমিশনার এবং কর্মীদের আয়, সম্পদ এবং দায় সংক্রান্ত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ জনগণের জন্য প্রকাশ ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে।
- মানবাধিকারের সংজ্ঞা, কমিশনারদের যোগ্যতার মানদণ্ড, সুশৃঙ্খল বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তদন্তে কমিশনারদের ক্ষমতা- এই বিষয়গুলো সংযুক্ত করে কমিশনের আইনের পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।
- প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার মাধ্যমে কার্যকর তদন্ত, প্রতিবেদন এবং কর্মের সাফল্যের জন্য কমিশনকে অবশ্যই তার সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

সুপারিশমালা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তথ্য কমিশন

- কার্যকর তদারকির ভূমিকা পালনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে তথ্য কমিশনের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করতে হবে।
- কমিশনার এবং কর্মীদের আয়, সম্পদ এবং দায় সংক্রান্ত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ জনগণের জন্য প্রকাশ ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে।
- তথ্য কমিশনের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধিতে এবং কর্মীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনে দক্ষতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- দেশে ও বিদেশে সংঘটিত বিভিন্ন পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে তথ্য কমিশনকে তথ্য অধিকার আইন, প্রতিবন্ধকতা, উন্মুক্ততা, প্রযুক্তি, সামাজিক চাহিদা এবং জনগণের ধারণা - এই বিষয়গুলোর ওপর গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।

সুপারিশমালা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

রাজনৈতিক দল

- রাজনৈতিক দলে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের চর্চা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
- দলের নেতা থেকে সদস্য পর্যন্ত সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা, তথ্য প্রকাশ এবং জবাবদিহিতার ধারা গুলোকে দলীয় গঠনতন্ত্রে সংযুক্ত করতে হবে।
- দেশের রাজনৈতিক অঙ্গণকে অপরাধমুক্ত রাখার স্বার্থে চিহ্নিত অপরাধী বা দন্ডিত ব্যক্তিকে (সাজাভোগের পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) রাজনৈতিক দলগুলো কোন সদস্যপদ প্রদান করবেনা- এরূপ চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।
- রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক বিবরণ ও অডিট রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনকে যথাযথভাবে দিতে হবে এবং আইন অনুযায়ী সময়মত প্রকাশ করতে হবে।
- রাজনৈতিক দলগুলোকে তথ্য অধিকারের আওতায় আনতে হবে।

সুপারিশমালা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নাগরিক সমাজ

- বেসরকারি সংস্থা হিসেবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষে এরূপ সংস্থার গঠন, রেজিষ্ট্রেশন এবং ব্যবস্থাপনার মান নিঝর্ঞ্ঝাট ও সহজতর করা এবং অপ্রয়োজনীয় দ্বৈততা পরিহার সহায়ক আইনী কাঠামো পর্যালোচনা ও সংস্কার করতে হবে।
- নিজস্ব কর্মকান্ড এবং অর্থায়নের ব্যাপারে নাগরিক সমাজকে অধিকতর জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার চর্চা করতে হবে। দক্ষ পরিচালনা বোর্ড, ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ, কার্যকর তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্ব-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে।
- কর্মকান্ড পরিচালনা এবং অর্থের ব্যবহারের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজকে স্ব- প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করতে হবে। তদানুযায়ী, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং কার্যক্রমের প্রতিবেদন জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

সুপারিশমালা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গণমাধ্যম

- গণমাধ্যমকে সরকার, দলীয় রাজনীতিক এবং অন্যান্য স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হবে। মুক্ত গণমাধ্যমের বিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি এবং তা সংরক্ষণ করতে হবে।
- গণমাধ্যম খাতে গণতন্ত্রায়ন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় সহায়তার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট এবং সমন্বিত গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বান্ধব নীতি এবং আইনের প্রবর্তন ও প্রয়োগ করতে হবে।
- গণমাধ্যমের লাইসেন্স প্রদানের পদ্ধতিকে স্বচ্ছ এবং যৌক্তিকভাবে সুসংহত করতে হবে।
- সুস্থ, সুষম এবং সঠিক সাংবাদিকতার স্বার্থে গণমাধ্যমকে অবশ্যই স্বতন্ত্র এবং স্বেচ্ছা ভিত্তিক আচরণ বিধির প্রবর্তন করতে হবে।
- সরকারি খাতের বেতার এবং টিভি'র পরিচালনায় দিক নির্দেশনা প্রদানের স্বার্থে আইনে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সুপারিশমালা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ব্যবসা খাত

- ব্যবসা শুরুর প্রক্রিয়া সহজতর, কোম্পানীর কাঠামোতে বাধা দূরীকরণ, বৃহৎ অনানুষ্ঠানিক ব্যবসাকে আনুষ্ঠানিক খাতে রুপান্তরের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা এবং যথাযথ প্রতিবেদন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার স্বার্থে ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনকে অবশ্যই সংশোধন করতে হবে।
- আইন অনুযায়ী প্রতিবেদন দাখিল এবং প্রকাশ/তথ্য উন্মুক্ত করার বিধানকে প্রয়োগ করতে কার্যকর কৌশল অবলম্বন করতে হবে।
- বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য স্বপ্রণোদিত প্রকাশের জন্য জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এ্যান্ড ফার্মসের রেজিস্টার অফিসে কিংবা বিনিয়োগ বোর্ডে একটি জাতীয় ব্যবসা তথ্য ভান্ডার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- সরকারি/বেসরকারি খাতের বৃহৎ চুক্তি এবং সুনির্দিষ্ট পরিসীমা সম্পন্ন ব্যবসায়িক চুক্তি সংক্রান্ত তথ্যকে বাধ্যতামূলক প্রকাশ এবং পরিবীক্ষণের আওতায় আনতে হবে। সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও তাদের এসোসিয়েশনগুলোকে "যা ব্যয় করেছি তা প্রকাশ করব"-এই ধরণের স্বেচ্ছা চর্চার প্রচলন শুরু করতে হবে।
- রাজনীতি এবং জনপ্রতিনিধিত্বশীল পদে অধিষ্ঠ ব্যবসায়ীকে তার অবস্থানকে লাভজনকভাবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে হবে।

উপসংহার

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার কার্যকরতার জন্য এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত স্তম্ভসমূহের মধ্যে সুদৃঢ় সেতুবন্ধন ও মিথস্ক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- বিশেষত সরকারী খাতের এক বা একাধিক স্তম্ভের কোন দুর্বলতা অপরাপর স্তম্ভকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থায় একদিকে অকার্যকর সংসদ ও সর্বময়-কর্তৃত্বসম্পন্ন নির্বাহী বিভাগ, এবং অন্যদিকে বিচার বিভাগ, আমলাতন্ত্র ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্রমাগত দলীয়করণের ফলে সুশাসনের জন্য অপরিহার্য তদারকি ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পড়েছে।
- বিভিন্ন কমিশনগুলোর (নির্বাচন কমিশন, দুদক, মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশন) স্বাধীনতা এবং কার্যকরতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় এই প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন হয়েছে।
- রাজনৈতিক দলসমূহ, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় অভ্যন্তরীণ সুশাসনের অনুপস্থিতির কারণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে সার্বিকভাবে দেশের শুদ্ধাচার ব্যবস্থাকে হুমকীর সম্মুখীন করেছে।

ধন্যবাদ